খুতবা জুম'আ

রমজান মাস শেষ হয়ে যাওয়া কোন আহমদীকে যেন আল্লাহ্‌তা'লার ইবাদত এবং সেসব পুণ্যকর্ম ছেড়ে দেয়া বা তাতে ঘাটতি আনতে প্ররোচিত না করে যেগুলো তারা অবলম্বন করেছিল

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক
মসজিদ মুবারক-টিলফোর্ড, ইসলামাবাদ হতে প্রদত্ত ২২ মে ২০২০ এর

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۔ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

তাশাহ্হুদ তা'ঊয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

সর্বপ্রথম আমি সেই সমস্ত আহমদীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই যারা সম্প্রতি আমার পড়ে গিয়ে আঘাত পাওয়ার কারণে তাঁদের অসাধারণ (ভালোবাসার) আবেগ প্রকাশ করেছেন আর অত্যন্ত ব্যাকুলতার সাথে দোয়া করেছেন। আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের সবাইকে এর সর্বোত্তম প্রতিদান দিন আর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় আরো দৃঢ় করুন। এ যুগে খোদাতা'লার খাতিরে এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে পারস্পরিক ভালোবাসা, বিশেষত যুগ খলীফার প্রতি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার এই দৃষ্টান্ত শুধুমাত্র আহমদীয়া জামা'তেই পাওয়া সম্ভব। এই দ্বীপাক্ষিক ভালোবাসাও আল্লাহ্‌তা'লারই সৃষ্ট। এক্ষেত্রে এটি বলা কঠিন যে, কে অপরজনের অপেক্ষা বেশি ভালোবাসা রাখে। যাইহোক, এ এমন এক গভীর সম্পর্ক যার দৃষ্টান্ত পার্থিব সম্পর্কের গণ্ডিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই আঘাতের ফলে, মরহমে ঈসা ব্যবহারের যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তা-ও বলছি, এছাড়া হোমিওপ্যাথি ক্রিম ক্যালেনডুলা রয়েছে (সেটিও ব্যবহার করেছি)। যাইহোক, প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই আল্লাহ্‌তা'লার কৃপা, তিনিই আরোগ্যদাতা। এখন এই দোয়া করুন যেন আঘাতের বাকি যেসব সম্ভাব্য ক্ষতিকর ও দীর্ঘস্থায়ী দিক থাকতে পারে সেগুলোও আল্লাহ্‌তা'লা অচিরেই দূরীভূত করুন। খোদাতা'লার কৃপাই হলো মূল শক্তি–যা দোয়ার ফলে লাভ হয়।

আজকাল আমরা যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, তাতে করে খোদাতা'লার প্রতি বিশেষভাবে বিনত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান পরিস্থিতিতে জামা'তের সদস্যদের মাঝে আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি বিনত হওয়ার দিকে বেশ মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় এরই মাঝে রমজান মাসও এসেছে আর মানুষের ইবাদতের প্রতি যে মনোযোগ নিবদ্ধ হচ্ছিল, তা পূর্বের চেয়ে আরো বৃদ্ধি পায়। এখন রমজান মাস শেষ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে আর একইভাবে লকডাউন সংক্রান্ত বিধিনিষেধও শিথিল করা হচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টিপটে রাখা উচিত তাহলো, ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি ও বাহিরে বের হওয়ার ছাড়, আর রমজান মাস শেষ হয়ে যাওয়া কোন আহমদীকে যেন আল্লাহ্‌তা'লার ইবাদত এবং সেসব পুণ্যকর্ম ছেড়ে দেয়া বা তাতে ঘাটতি আনতে প্ররোচিত না করে যেগুলো তারা অবলম্বন করেছিল। বরং

যতদিন মসজিদের যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেসব পুণ্য ও বাজামা'ত নামাযকে ঘরে অব্যাহত রাখা, আর যখন মসজিদে যাওয়ার অনুমতি লাভ হবে তখন মসজিদকে আবাদ রাখার বিষয়টিকে নিজেদের জন্য পূর্বের চেয়ে আরো বেশি আবশ্যক করে নিন। মহিলারা ঘরে নামাযের বিশেষ ব্যবস্থা নিন যেন শিশুরাও আদর্শ দেখতে পায়। খোদাতা'লার প্রতি তাদেরও ঈমান ও বিশ্বাস যেন বৃদ্ধি পায়। ঘরে ঘরে কয়েক মিনিটের দরস ও পঠন-পাঠনের রীতি যেন চলমান থাকে, যাতে করে ধর্মীয় জ্ঞানও বৃদ্ধি পায় আর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রেও উন্নতি ঘটে। অনুরূপভাবে এমটিএ-র অনুষ্ঠানসমূহ দেখার প্রতিও লক্ষ্য রাখুন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, কতিপয় লোক হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেঃ)এর 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নাকি ঐশী শাস্তি' নামক একটি প্রবন্ধকে সাম্প্রতিককালের ভাইরাস জনিত মহামারির সাথে মেলানোর চেষ্টা করে তাদের নিজস্ব মন্তব্যও ব্যক্ত করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর যুগে বিপদাপদ ও দুর্যোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে আর এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) স্পষ্ট বলে রেখেছেন যে, এসব বিপদাপদ আসবে এবং ধ্বংসযজ্ঞ দেখা দিবে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু এসব মহামারির ক্ষেত্রে মূলতঃ দেখার বিষয় হলো, এর ফলে সার্বিকভাবে বস্তুবাদীদের ওপর কেমন প্রভাব পড়ছে। জাগতপূজারী বা বস্তুবাদীদের কাণ্ডজ্ঞানই হারিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বিশ্বে তাদের অবস্থা কীরূপ মোড় নিয়েছে তা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। শুধু সাধারণ মানুষেরই নয় বরং বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেরও, যারা নিজেদেরকে পর্বতের ন্যায় শক্তিশালী মনে করে, ক্ষমতাধর বড় বড় রাষ্ট্রের অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা তছনছ বা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে আর এর ফলাফল থেকে জনগণের দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য তারা যে চেষ্টা করছে তা আরো ভয়ানক, সেটি তাদেরকে যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে। অতএব, এরা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের মাঝে এমন পরিবর্তন আনয়ন না করবে যার মাধ্যমে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির অবসান ঘটতে পারে, তারা উপর্যুপরী ধ্বংসের গহ্বরে ডুবতেই থাকবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)ও একই কথা বলেছেন যে, মুসলমান হওয়া বা ধর্মীয় কোন ভুল-ত্রুটি থাকা কিংবা ধর্মীয় ভুল-ভ্রান্তির জন্য জিজ্ঞাসাবাদ কিয়ামত দিবসে হবে, এটি আল্লাহ্তা'লা তখন দেখবেন, কিন্তু বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য এবং অধিকার হরণ করা আর আল্লাহ্র বান্দাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, এগুলো অস্থির করে দেয়ার মতো ধ্বংস ডেকে আনে। যাইহোক আমাদের কাজ হলো, দোয়া করা এবং বিশ্ববাসীকে বুঝানো আর নিজেদের অবস্থায় পবিত্র পরিবর্তন আনা। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)এর যে প্রবন্ধের কথা আমি বলেছি তা আহমদীয়া জামা'তের জন্য এর মাঝে সাবধানবাণী এবং সুসংবাদও রয়েছে। সাবধানবাণী হলো, কেবল আহমদীয়াতের সাইনবোর্ড রক্ষা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে না বরং এর সাথে তাকওয়ার শর্তও রয়েছে। আর সুসংবাদের দিক হলো, জামা'তের মাঝে যেসব ব্যবহারিক দুর্বলতা সৃষ্টি হবে, আহমদীরা খুব দ্রুত সেগুলোর সংশোধন করবে। সারকথা হলো যারা কেবল নামসর্বস্ব বা লেবেলসর্বস্ব বয়আত করেছে, তারা তাঁর (আঃ)এর পবিত্র শিক্ষার দিকে ফিরে আসলে তবেই রক্ষা পাবে আর খোদার দিকে প্রত্যাবর্তনই তাদের জন্য সুসংবাদ, অন্যথায় কোন সুসংবাদ নেই। আর যেমনটি আমি বলেছিলাম, এ দিনগুলোতে যে বিশেষ মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে, সেটিকে এখন ধরে রাখুন। নিজেদেরও এবং নিজেদের সন্তানদেরও হুকুকুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্তা'লার অধিকার ও হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার অধিকার প্রদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করুন, কেননা জগতে ধ্বংসযজ্ঞের পর খোদাতা'লার প্রতি যখন মানুষের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষিত হবে, প্রাপ্য প্রদানের প্রতি যখন দৃষ্টি থাকবে, তখন মানুষ জামা'তের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করবে। আর তখন আহমদীরাই জগতকে সঠিক পথের দিশা দিতে সক্ষম হবে। কিন্তু এর পূর্বে বেদনার্ত হৃদয়ে আমাদের এই দোয়া করা উচিত যেন, সেই মুহূর্তই না আসে যখন জগদ্বাসী এত দূরে চলে যাবে যেখান থেকে আলো এবং শান্তি বা নিরাপত্তার দিকে আসার পথই রুদ্ধ হয়ে যাবে। এর পূর্বেই যেন মানুষের মনোযোগ এদিকে ফিরে আসে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং এরপর পৃথিবীর যে অর্থনৈতিক অবস্থা আসবে–এর মন্দ প্রভাব থেকে প্রত্যেক আহমদীর নিরাপত্তার জন্য দোয়া করুন। এই অবস্থার কারণে জামা'তের বিভিন্ন কাজ ও পরিকল্পনা যেন বাধাগ্রস্ত না হয় আর আল্লাহতা'লা নিজ অনুগ্রহে যেন জামা'তের উন্নতির উপকরণ সৃষ্টি করতে থাকুন। এই অবস্থায় যারা আর্থিক কুরবানী করছে তাদের জন্যও অনেক বেশী দোয়া করুন। আল্লাহ্তা'লা তাদের ধন ও জন-সম্পদে অশেষ বরকত দান করুন। এম.টি.এ.-র কর্মীদের জন্যও দোয়া করুন। এদের মধ্যে অনেক স্বেচ্ছাসেবীও রয়েছে আর কর্মচারীও রয়েছে, তারা অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথেনিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে এবং ইসলামের বাণী পৃথিবীময় প্রচার করছে। মুসলিম বিশ্বের জন্য দোয়া করুন, তাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ যেন সমাপ্ত হয় এবং তারা যেন শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা শেখে। ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলোর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্তা'লা তাদেরকে সুরক্ষিত রাখুন। এটি তখনই সম্ভব যখন তাদের পারস্পরিক মতভেদ দূর হবে। আরো কিছু দোয়া আছে যা এখন আমি পড়ব, আপনারাও আমার সাথে তা পুনরাবৃত্তি করুন।

► **আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাঊযুবিকা মিন শুরুরিহিম।**

অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ! আমরা (অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়) তোমাকে তাদের অন্তরে (ঢাল স্বরূপ) রাখছি অর্থাৎ তোমার প্রতাপ যেন তাদের অন্তরে ছেয়ে যায়, আর তাদের অনিষ্ট থেকে আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

► **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল হালীম, লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশীল আযীম, লা ইলাহা ইল্লালাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরযি ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম।**

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নাই, তিনি বড়ই মহান ও বড়ই সহিষ্ণু। আল্লাহ্ ব্যাতিরেকে কোন উপাস্য নেই, তিনিই আরশের অধিপতি। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যিনি আকাশ, পৃথিবী ও মহান আরশের অধিপতি।

► **ইয়া মুকাল্লেবাল কুলূব, সাব্বিত কালবী আলা দীনিকা।**

অর্থাৎ ঃ হে হৃদয়ের পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।

► **আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা, ওয়াত্তুকা, ওয়াল আফাফা, ওয়াল গিনা।**

অর্থাৎ ঃ হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট সঠিক পথের দিশা, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং স্বনির্ভরতা যাচনা করি।

► **আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিন যাওয়ালে নি'মাতিকা, ওয়া তাহাওয়েলে আফিয়াতিকা, ওয়া ফুজআতে নিকমাতিকা, ওয়া জামিয়ে সুখতিকা।**

অর্থাৎ ঃ হে আমার আল্লাহ্ ! আমি তোমার নিয়ামতের ঘাটতি, তোমার নিরাপত্তা উঠে যাওয়া থেকে, তোমার আচমকা শাস্তি ও এমন সমস্ত বিষয় থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেগুলোতে তুমি অসন্তুষ্ট হও।

► **রাব্বানা যালামনা আনফুসানা, ওয়া ইল্লামতাগফিরলানা, ওয়া তারহামনা, লানাকুনান্না মিনাল খাসিরীন।**

অর্থাৎ ঃ হে আমাদের প্রভু -প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রাণের প্রতি অন্যায় করেছি, আর তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি দয়া না কর, তবে আমরা নিশ্চয় ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

► **রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয হাদায়তানা, ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান, ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব।**

অর্থাৎ ঃ হে আমাদের প্রভু -প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র করে দিওনা এবং তোমার সকাশ থেকে আমাদেরকে আশিস দান কর। নিশ্চয়ই তুমি সবচেয়ে বড় দাতা।

► **রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিলআখিরাতে হাসানাতাও ওয়াকিনা আযাবান নার।**

অর্থাৎ ঃ হে আমাদের প্রভু -প্রতিপালক! আমাদেরকে পৃথিবীতেও সাফল্য দান করআরপরকালেও সফলতা দাও এবং আগুনের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি দোয়া হলো-হে বিশ্ব জগতের প্রতিপালক প্রভু! আমি তোমার অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সামর্থ্য রাখিনা। তুমি নিতান্তই দয়ালু ও কৃপালু। আমার প্রতি তোমার সীমাহীন অনুগ্রহ রয়েছে। আমার পাপসমূহ ক্ষমা কর যেন আমি ধ্বংস না হয়ে যাই। আমার হৃদয়ে তোমার খাঁটি ভালোবাসা সঞ্চার কর যেন আমি জীবন লাভ করি এবং আমার দুর্বলতা ঢেকে রাখ আর আমার দ্বারা এমন কাজ সম্পাদন করাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। আমি তোমার সম্মানিত চেহারার দোহাই দিয়ে আমার উপর তোমার ক্রোধ আপতিত হওয়া থেকেও তোমার আশ্রয় যাচনা করি। দয়া কর, দয়া কর, দয়া কর, এবং ইহ ও পরকালের সমস্ত বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা কর, কেননা সকল প্রকার কল্যাণ ও কৃপা তোমারই হাতে, আমীন।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন, ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন, কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা, ওয়া আলা আলে ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন, ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন, কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা, ওয়া আলা আলে ইবরাহিমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

এই রমজানের এটি শেষ জুমু'আ। এই রমজানে যে সমস্ত পুণ্যকর্ম আমাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে বা আমরা যে পরিবর্তন সাধন করেছি– তা অব্যাহত রাখার তৌফিক আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দান করুন এবং এই দোয়াগুলোও আমাদের অনুকূলে গ্রহণ করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ
يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ،
عِبَادَ اللّٰهِ رحمكم الله اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى
عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْ
كُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
22 May 2020

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org